আজকের কাগজ

তারিখ 16 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

123

নকল ও শিক্ষক হত্যা

আজকের কাগজের ১২.১.৯৪ ইং-এর একটি খবর। সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের পদার্থবিদ্যার জনৈক শিক্ষক নিহত হয়েছেন বিএসসি পরীক্ষায় শুধু নকল করতে না দেয়ায় ছাত্র নামধারী এক দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে প্রকাশ্য দিবালোকে। জনতার হাতে ধরা পড়ে পুলিশের হেফাজতে এখন ঐ দুষ্কৃতকারী। কিন্তু কি হবে ঐ শিক্ষক পরিবারের কি অপরাধেই বা ঐ শিক্ষককে জীবন উৎসর্গ করতে হলো? আমরা সকলে একটু আহা, উহু করে পেপার রেখে দিলাম। আর ঐ অপরাধীর বড় জোর দু'এক বছরের জেল হলো, যদি ধরা না পড়তো তাও নয়।

পরীক্ষার হলে নকলের অপরাধে বহিষ্কারতো দূরের কথা অবৈধ কাগজপত্র নিয়ে নেয়াও যেন পর্যবেক্ষকের অপরাধ। দেশের অধিকাংশ শিক্ষাঙ্গনেই এই চিত্র। আর এর ভেতর দিয়ে আমরা শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাবো, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করবো, জনসংখ্যাকে? যতদিন দেশের পরীক্ষার হলগুলো নকলশূন্য না হচ্ছে ততদিন এর একটা শব্দও বাস্তবে রূপ নেবে না, নকল করা ছেলে দক্ষ নকলবাজ হলেও দক্ষ জনশক্তির একক হবে না।

শিক্ষক সমাজ ছাড়া এই প্রতিরোধ কাজও কেউ করতে পারবে না। কিন্তু শিক্ষকরাতো চাকরি করে, শিক্ষকতার অর্থে সংসারের লোকজন বাঁচান আর নিজে বাঁচার জন্যে; নিজে মরে সংসারের অন্যদেরকে অকূলে ভাসানোর জন্যে নয়। তাই তারা এই অনিশ্চয়তার মধ্যে নকল ধরবে কোনো দুঃখে। যারা ট্র্যাস্টফুল টিচার তারা আজকাল কেউ নকল ধরেন না। দেশ, জাতি গোল্লায় গেলে তাদের কি? যারা এই দুঃসাহস দেখাতে যান, নীতি আর আদর্শ ভাবেন তারা মরেন এভাবে; রাষ্ট্র, সমাজ তাদের জন্যে কি করে?

কেউ কি এখনও শুনেছে রিমা হত্যার আসামীর মত পত্রিকায় আলোড়ন তুলে এ ধরনের কোনো অপরাধীর ফাঁসি হয়েছে। কেউ কি শুনেছে সমাজ, জাতি তথা দেশ রক্ষার এ ধরনের নির্ভিক শিক্ষক সৈনিক কোনো মরোনোত্তর বা জীবিতাবস্থায় কোনো রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত হয়েছে যেমন জনসেনা, পুলিশ কিংবা অন্যান্য বিভাগের কর্মীরা। এ বিষয় নিয়ে টিভিতে নাটকও প্রচারিত হয়েছে কিন্তু সমাজে কি তার কোনো প্রতিফলন এসেছে? আসলে প্রয়োজন সমাজ চেতনার সঙ্গে সঙ্গে কঠোর আইন প্রণয়ন যেমন- এসিড নিক্ষেপের ক্ষেত্রে হয়েছিলো শুধু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই বিবৃতি এখানে মূল্যহীন। এই ধরনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে অনিবার্য মৃত্যুদন্ড, নকলের কারণে কোনো শিক্ষক নিগৃহিত হলে অপরাধীর যাবজ্জীবন কারাদন্ডের মতো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও তা জাতীয়ভাবে ফলাও করে প্রচার করলে এই প্রবণতা কমে আসবে এবং সমাজ, জাতি তথা দেশ রক্ষা পাবে নিশ্চিত ভরাডুবির হাত থেকে।

জনৈক শিক্ষক
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
ঢাকা।